ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

(খসড়া অনুমোদনের জন্য)

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নব-নির্বাচিত মাননীয় মেয়র ও সম্মানিত কাউন্সিলরগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত প্রথম সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি ঃ জনাব আনিসুল হক
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

সভার তারিখ ঃ ৩১/০১/১৪২২বঙ্গাব্দ
১৪/০৫/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় ঃ বেলা- ১২:০০ ঘটিকা

স্থান ঃ উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার
(বাড়ী-২০, রোড নং-১৩/ডি, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০)।

সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। এরপর মাননীয় মেয়র উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। কর্পোরেশনের সচিব জনাব মোঃ আবু ছাইদ শেখ (যুগ্মসচিব) সভাপতির সদয় সম্মতিক্রমে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

২। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সচিব সভায় উপস্থিত মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণের কাছে দ্রুত সেবা পৌছানোর লক্ষ্যে সরকার ০১ ডিসেম্বর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিলুপ্ত করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে দু'টি সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৩৬ টি ওয়ার্ড বিদ্যমান। ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। কর্পোরেশনের প্রাথমিক কার্যক্রম ৮১, গুলশান এভিনিউ ও ৬৪ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউস্থ বনানী কমিউনিটি সেন্টারে পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত সরকার বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত ৭ জন প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছেন। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কাউন্সিলরদের সকল দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩। তিনি আরও জানান, ডিএনসিসি'তে বর্তমানে জনবল সংকট রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানকল্পে প্রেরিত ডিএনসিসি'র সাংগঠনিক কাঠামো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ অনুমোদনের পর উহা বর্তমানে সচিব কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। প্রস্তাবিত ১৮৫৮ টি পদের ৬৩২ টি পদ শুন্য আছে। সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ এর ৩য় তফসিলে কর্পোরেশনের বিস্তারিত কার্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যপরিচালনার নিয়ামক হিসাবে কাজ করবে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও প্রশাসন পরিচালনা করবেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অবর্তমানে কর্পোরেশনের সচিব উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সম্মানিত কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ তাদের স্ব স্ব এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরবেন। সেবার মান আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকলে মিলে কার্যক্রম পরিচালনা পূর্বক নগরবাসীর সহায়তায় সকলের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, ১৪ মে ২০১৫ শুভক্ষণে ঐতিহাসিক শুভযাত্রা শুরু হচ্ছে। তিনি ঢাকার বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং ডিএনসিসি'র উপর একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। ডিএনসিসি'র বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

ঢাকার বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, নবাবের আমলে নায়েবদের নির্দেশে কোতয়াল দ্বারা পৌর কাজ গুলি পরিচালিত হত। ১লা আগষ্ট ১৮৬৪ সালে ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট এর মাধ্যমে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ সালে শ্রী অনিন্দ্র চন্দ্র রায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি "ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন"-এ রুপান্তরিত হয়। ১৯৯০ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন "ঢাকা সিটি কর্পোরেশন"-এ রুপান্তর লাভ করে এবং ১০ টি জোন ও ৯০ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হয়। নাগরিক সেবা জনগণের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন (২০০৯) সংশোধন (২০১১) অনুযায়ী ০১ ডিসেম্বর, ২০১১ সালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ৫ টি জোন ও ৫৭ টি ওয়ার্ড এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৫টি জোন ও ৩৬ টি ওয়ার্ড রয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ৮২.৬৩৮ বর্গ কিলোমিটার। তিনি ডিএনসিসি'র প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও কার্যক্রম তুলে ধরেন যা নিম্নরুপ ঃ

- ❑ সড়ক-ফুটপাথ-ড্রেন রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা।
- ❑ নগরবাসীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- ❑ পরিকল্পিত উপায়ে নগরীর বিভিন্ন স্থানে স্থানে আধুনিক বিপনী বিতান গড়ে তোলা।
- ❑ নগরীর বিশাল জনগোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্ট আবর্জনা দৈনিক অপসারণের ব্যবস্থা করা।
- ❑ পরিকল্পিত উপায়ে নগরীর স্থানে খেলার মাঠ, পার্ক ও কমিউনিটি সেন্টারের ব্যবস্থা করা।
- ❑ মৃত ব্যক্তির দাফন/দাহকরণের জন্য কবরস্থান/শ্মশান ঘাটের ব্যবস্থাপনা করা।
- ❑ জনগণের নিকট থেকে ট্যাক্স আদায় করা ও সার্ভিসসমূহ নিশ্চিত করা।
- ❑ সম্প্রতি ক্রয় কার্যক্রমে e-GP প্রবর্তন করা হয়েছে; ইতোমধ্যে e-GP এর আওতায় ৪০টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে

তিনি ডিএনসিসি'র বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেনঃ

- ❑ যুগোপযোগী ও নান্দনিক নতুন নগর ভবন নির্মাণ
- ❑ প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুমোদন
- ❑ নিয়োগ ও পদোন্নতি
- ❑ যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন
- ❑ মহানগরীর সম্প্রসারণ
- ❑ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন
- ❑ ক্রমান্বয়ে ডিএনসিসি'র সকল কার্যক্রমে ডিজিটাইজ করা।

তিনি ডিএনসিসি'র গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান সকলের অবগতির জন্য উপস্থাপন করেনঃ

ক্রমিক	বিবরন	একক/সংখ্যা
১.	আয়তন	৮২.৬ বঃকিঃমিঃ
২.	জনসংখ্যা	৯০ লক্ষ (প্রায়)
৩.	অঞ্চল	০৫ টি
৪.	ওয়ার্ড	৩৬ টি

৫.	ফ্লাইওভার	০৪ টি
৬.	ফুটওভার ব্রীজ	৫৪ টি
৭.	সড়ক	১৩৪০ কিঃমিঃ
৮.	নর্দমা	১১০০ কিঃমিঃ
৯.	ফুটপাথ	৩২৫ কিঃমিঃ
১০.	আন্ডারপাস	০২ টি
১১.	সোডিয়াম লাইট	১২,৫৭০ টি
১২.	টিউব লাইট	৪৭,৪৩৭ টি
১৩.	এলইডি লাইট	১৬ টি
১৪.	মার্কেট/বাজার	৪৩ টি
ক্রমিক	বিবরন	একক/সংখ্যা
১৫.	হোল্ডিং সংখ্যা	১,৭০,০৮৬ টি
১৬.	মাতৃসদন	০৫ টি
১৭.	সংগীত বিদ্যালয়	০৫ টি
১৮.	কমিউনিটি সেন্টার	১৩ টি
১৯.	পার্ক	২৮ টি
২০.	খেলার মাঠ	১৫ টি
২১.	কবরস্থান	০৬ টি
২২.	শ্মশানঘাট	০১ টি
২৩.	সেনিটারী ল্যান্ডফিল	০১ টি
২৪.	ট্রাফিক সিগন্যাল	৪৮ টি
২৫.	যানবহন	২০৩ টি
২৬.	ব্যায়ামাগার	০১ টি
২৭.	বাস//ট্রাক টার্মিনাল	০৩ টি
২৮.	যন্ত্রপাতি	৮৬ টি

রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (কোটি টাকায়) ঃ

ক্রমিক নং	বিবরন/খাত	অর্থবছর							
		২০১১-১২		২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫	
		লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	লক্ষ্যমাত্রা	আদায় (এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত)
১	কর (হোল্ডিং, পরিচ্ছন্ন, লাইটিং)	১৩৫.০০	৬৫.৯৯	২৮৮.০০	১৬৫.৬৮	৩৮৮.০০	১৯৪.৫৬	৩৯০.০০	২০৩.৪৯
২	বাজার ভাড়া	২০.০০	০.২৪	১৫.০০	৯.৮৪	১৩০.০০	৮.৭৫	১৬০.০০	৪.৩৮
৩	বাজার সালামী	৬.৫০	৪.৫১	৫.৫০	৬.০৪	৬.৫০	৩.৬২	৭.৫০	০.০৫
৪	ট্রেড লাইসেন্স	১০.০০	৪.১৫	১৬.০০	২০.৪৩	২৫.০০	১৯.৪০	৩০.২০	২৮.৭৮
৫	ট্রেড লাইসেন্স ফিস	০.৩০	--	০.৫০	--	০.৫০	--	০.৫০	--
৬	প্রমোদকর	০.৩০	০.৩২	০.৪০	০.৩৯	০.৫০	০.৫৯	০.৫৫	০.৬৬

৭	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	৫০.০০	৪৭.৯৬	৮০.০০	১০৭.৩৪	১১০.০০	৯৫.৩৪	১১৫.০০	৫২.৪৪
৮	ক্ষতিপূরণ (অকট্রয়)	০.৩৮	০.৩৫	০.৫০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	১.০০	০.২০
	মোট=	২২২.৪৮	১২৩.৩১ (৫৫.৪%)	৪০৫.৯০	৩১০.৫২(৭৬.৫%)	৬৬১.৩০	৩২৩.০৬ (৪৮.৮%)	৭০৪.১৫	২৯০.০০ (৪১.১৮%)

আয় ব্যয়ের হিসাব-নিজস্ব (কোটি টাকায়)ঃ

বছর	প্রারম্ভিক স্থিতি	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত/ প্রারম্ভিক স্থিতি
২০১১-২০১২ (ডিসেম্বর-জুন)	২০.০০	১৬৭.৬৪	১৫৭.৪১	৩০.২৩
২০১২-২০১৩	৩০.২৩	৪২৩.৯৯	৪০১.৩৪	৫২.৮৮
২০১৩-২০১৪	৫২.৮৮	৪৫৮.৩৭	৪৩৬.৪৫	৭৪.৮০
২০১৪-২০১৫ জুলাই/১৪-এপ্রিল/১৫	৭৪.৮০	৩৯৭.০০	৩১০.০০	-

অবিভক্ত ডিসিসি'র দেনা; যা বর্তমানে ডিএনসিসি কর্তৃক পরিশোধযোগ্য-১৮৫.০০ কোটি টাকা

জিওবি ও নিজস্ব উন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকায়)ঃ

বছর	জিওবি	নিজস্ব	ব্যয়
২০১১-২০১২ (ডিসেম্বর-জুন)	৩১৮	১১৩	৪৩১
২০১২-২০১৩	৪২৭	২৭১	৬৯৮
২০১৩-২০১৪	২৮৭	২৬৬	৫৫৩
২০১৪-২০১৫ জুলাই/১৪-এপ্রিল/১৫	৫২	১৫৫	২০৭

আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম

মামলার পরিসংখ্যান ঃ

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার সংখ্যা
১।	রীট পিটিশন	৩৬৯ টি
৩।	দেওয়ানী	২৪৫টি
৪।	মানী	৫টি
৫।	ল্যান্ড সার্ভে	৩৪টি
৬।	ক্রিমিনাল	২০টি
৭।	সার্টিফিকেট	৩৬টি
৮।	আরবিট্রেশন রিভিশন	৪৯টি
৯।	আরবিট্রেশন মিস	৪টি
	মোট	৭৬২টি

মামলা নিষ্পত্তির পরিসংখ্যানঃ

জুন, ১৩ পর্যন্ত পেন্ডিং মামলার সংখ্যা	২০১৩-১৪ পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা	২০১৩-১৪ সনে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা		২০১৩-১৪ সনে মামলা নিষ্পত্তির হার	
		পক্ষে	বিপক্ষে	পক্ষে	বিপক্ষে
৫৭৬	১৮৬	৫৫	০৪	৯৩%	৭%

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাননীয় মেয়র ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৫। মাননীয় মেয়র উপস্থিত নব নির্বাচিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সকল কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এবং নগর বাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, নির্বাচিত কাউন্সিলরবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন ধারা থেকে এসেছেন। তবে দল মত নির্বিশেষে সকলকে এক ধারায় কাজ করতে হবে। তিনি নির্বাচনী ইশতেহারে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত প্রতিশ্রুতি সমূহ সমর্থন করেছেন। সিটি কর্পোরেশনে ভাল কাজ করতে হবে যা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। সকলে মিলে উক্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ডিএনসিসি সম্পর্কে জনগনের নেতিবাচক ধারনা আছে। অল্প কিছু মানুষের জন্য সবাইকে বদনামের ভাগিদার হতে হয়। সবাই মিলে নিয়ত ঠিক করলে ভাল কাজ করা যাবে। ডিএনসিসি'র সকল কার্যক্রম নিবিড় তদারকীর আওতায় আনা হবে।

তিনি আরও বলেন যে, ঢাকাবাসীর অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। ডিএনসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও নির্বাচিত কাউন্সিলরবৃন্দ সকলে মিলে একই পরিবারের সদস্য হিসেবে নগরবাসীর প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে হবে। সকল বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব রাখতে হবে। প্রত্যেকেই কিছু অঙ্গিকার করেছেন। অঙ্গিকার পূরণে সকলকে আন্তরিক হতে হবে। তিনি কাউন্সিলরগণদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, অভিভাবক হিসেবে তিনি সব সময় পাশে থাকবেন। তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে ডিএনসিসি'র আওতা বহির্ভূত বিষয়েও এ প্রতিষ্ঠানকে অভিযুক্ত হতে হয়। তাই তিনি সকলকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য আহবান জানান। তিনি খরচের প্রাক্কলন ঠিকমত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঠিকমত করতে হবে। বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্ধারণ করতে হবে। ট্রান্সফার স্টেশন স্থাপনের জন্য এলাকা পরিদর্শন করতে হবে। উক্ত কাজ Baseline ধরে করতে হবে। ফুটপাত দখল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে। রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের কাজ ঠিকমত করতে হবে। তিনি আরও জানান যে, ভাল কাজ করার আপ্রান চেষ্টা করতে হবে যাতে নগর বাসীর আস্থা অর্জন করা যায়। তাছাড়া সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হতে হবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে,অনেকে বিনয়কে দুর্বলতা মনে করেন কিন্তু "বিনয় কখনোই দুর্বলতা হতে পারে না"। তিনি সকলকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে সৌহার্দ, হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ অক্ষুন্ন রেখে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করার অনুরোধ জানান। অতঃপর তিনি উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দকে মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য আহবান জানান। তাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

(ক) **জনাব আবুল হাসেম (হাসু), ওয়ার্ড নং- ৩০ ঃ** তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা এবং মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন যে, তার এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার, কাউন্সিলরের কার্যালয় নেই। বাড়িভাড়া নেয়ার বিষয়ে তিনি জানেন না। তার এলাকায় প্রায় ৩ লাখ লোকের বসবাস ও ২৩টি হাউজিং রয়েছে। কিন্তু মাত্র ৫৬ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী কাজ করে যা পর্যাপ্ত নয়। তার ওয়ার্ডের রাস্তা-ঘাটের অবস্থা খারাপ, অনেক রাস্তায় টিউব লাইট নেই। সর্বশেষে এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকাবাসীর চাহিদামাফিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি মাননীয় মেয়রকে অনুরোধ করেন।

(খ) **জনাব হাবিবুর রহমান, ওয়ার্ড নং- ৩২ ঃ** তিনি মাননীয় মেয়র ও সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি জানান যে, তার অফিস স্টাফ নেই, এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার নেই। মে মাসের ০২ তারিখ ডিএনসিসি'তে ১২৫% ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে যদিও সাবেক মেয়রগণ-এর সময় ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়নি। তিনি ট্যাক্স কমানোর সুপারিশ করেন।

(গ) **জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম রতন, ওয়ার্ড নং-২৯ ঃ** তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, তার এলাকার ময়লা ফেলার জায়গা দখল হয়ে গেছে। গৃহায়ন অধিদপ্তরে পত্র দিলে ২ কাঠা জমি পাওয়া যেতে পারে। মাননীয় মেয়রকে এ বিষয়ে ডিও লেটার প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

(ঘ) **জনাব সালেক মোল্লা, ওয়ার্ড নং-১৫ ঃ** সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি নিজ পরিচয় প্রদান করেন। তিনি জানান যে, তার ওয়ার্ডে মাত্র ৪৩ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী আছে। এ কয়জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী দিয়ে কাজ করা সম্ভব নয় বিধায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী বাড়াতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, তার এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার, ঈদগাহ্, খেলার মাঠ এবং কর্পোরেশনের নিজস্ব কবরস্থান নেই। তাছাড়া জলাবদ্ধতা আছে। জলাবদ্ধতা নিরসন, রাস্তার বাতি সংস্কার ও উন্নয়ন, মশক নিধন কার্যক্রম জোরদারকরন, কমিউনিটি হেলথ্ সেন্টার স্থাপন, জনবলসহ অফিস প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

(ঙ) **জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, ওয়ার্ড নং- ০৪ ঃ** তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, তাঁর এলাকাস্থিত ভি,আই,পি রোডে পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মী নেই বিধায় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, তার এলাকার অবস্থা অনেকটা ডাষ্টবিনের মতো। আশে-পাশের এলাকার পানি তার ওয়ার্ডে আসে। মিরপুর ১৪ নং থেকে তুরাগ পর্যন্ত খালের সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করেন। খালটি পরিস্কার করলে বৃহত্তর এলাকার মানুষ উপকৃত হবে। ময়লা অপসারণের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান।

(চ) **জনাব শেখ মজিবুর রহমান, ওয়ার্ড নং- ২৫ ঃ** নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান, তিনি একজন বীরমুক্তিযোদ্ধা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়র'র সঙ্গে তাঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আগামী ০৫ বছরের জন্য সার্বক্ষনিক একজন ওয়ার্ড সচিব নিয়োজিত করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। চুক্তির ভিত্তিতে ময়লা-আবর্জনা পরিস্কারের কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে তিনি মত প্রকাশ করেন।

(ছ) **জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, ওয়ার্ড নং- ৩১ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তিনি "কর পর্যালোচনা পরিষদ"-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, ৪০-৪৫% ট্যাক্স কমানোর পরও হোল্ডিং মালিকগণ ট্যাক্স কমানোর জন্য আবেদন করে থাকেন। ট্রান্সফার ষ্টেশন স্থাপনের জন্য পূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে জায়গা বরাদ্দের জন্য পত্র দেয়া যেতে পারে মর্মে তিনি সুপারিশ করেন। তার ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও ময়লা পরিবহনের গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান এবং মেথর প্যাসেজের ছবি দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

(জ) **জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, ওয়ার্ড নং- ১১ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, ১১ নং ওয়ার্ড একটি অপরিকল্পিত এলাকা। সরকারি কোন ফ্যাসালিটিজ নেই, রাস্তাগুলো সংকীর্ণ। তিনি আরও জানান যে, ১৬/৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ শনিবার তিনি তার এলাকায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করবেন। এতদ্সংক্রান্তে, তিনি পর্যাপ্ত জনবল ও ময়লা পরিবহনের গাড়ীর ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন। তিনি মনে করেন কর বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই, পরিমাপ অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে কর ধার্য করলে পর্যাপ্ত কর আহরণ করা সম্ভব।

(ঝ) **বেগম খালেদা বাহার বিউটি, সংরক্ষিত আসন নং-০৭ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তিনি মহিলা কাউন্সিলরদের নিরাপদে কাজ করার জন্য ওয়ার্ডের সুবিধাজনক জায়গায় অফিস চান। তিনি বলেন, ০৩টি ওয়ার্ডে কাজ করতে হবে। মহিলা হিসাবে তিনি যেন কোন পক্ষপাতের শিকার না হন। তিনি সকলের সহোযগিতায় ডিএনসিসিকে একটি পরিবারের মত দেখতে চান এবং প্রচারনামূলক কাজে অংশগ্রহনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

(ঞ) **বেগম মাসুদা আক্তার, সংরক্ষিত আসন নং-০৬ ঃ** সভায় তিনি মহিলা কাউন্সিলরদের কার্যপরিধি সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বলেন, তার নিকট অনেক অসহায় মহিলা কাজের জন্য আসেন। তিনি তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, তার এলাকায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ফলে মা ও শিশু মৃত্যুহার বেশি। তিনি চাহিদা অনুযায়ী মা ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি জনতা হাউজিং-এ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন আশা করেন। প্রতিবন্ধকতা দূর করে ৬০ ফুট রাস্তা চালু করার জন্যও তিনি অনুরোধ করেন।

(ট) **জনাব মোঃ জিন্নাত আলী, ওয়ার্ড নং- ১৭ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি বলেন আউটলেট বন্ধ থাকায় বসুন্ধরা এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। বসুন্ধরা আউটলেট ওপেন করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য বিভাগ সমন্বয় করতে হবে। তিনি সকল বিভাগের কর্মকর্তাসহ তার এলাকা পরিদর্শন করার আমন্ত্রণ জানান। যথাযথভাবে ওয়ান স্টপ সেল-এর সার্ভিস কামনা করেন। তিনি মাদকাসক্তি প্রতিরোধে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিনোদনের জন্য পার্ক, শিশু-পার্ক, খেলার মাঠ স্থাপন এবং ব্যায়ামাগার নির্মানের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

(ঠ) **জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী, ওয়ার্ড নং-০৭ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তার এলাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আছে। মেইন রোড সহ তাঁর ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালনরত ৭১ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী পর্যাপ্ত নয় বিধায় ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে না বিধায় তিনি **টেন্ডারের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করে সম্পূর্ণ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেন**। রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক পক্ষপাতিত্বমূলক ট্যাক্স ধার্য্যের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

(ড) **বেগম শামীমা রহমান, সংরক্ষিত আসন নং-১০ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজের পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি তাঁর এলাকার ময়লা পরিস্কার ও পর্যাপ্ত রাস্তার বাতির ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন অফিস নেই, আসবাবপত্র নেই ও জনবল নেই। সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয় জনবলসহ তাঁর অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(ঢ) **বেগম শাহনাজ পারভিন, সংরক্ষিত আসন নং-১ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি বলেন তার এলাকার খিলক্ষেতে জলাবদ্ধতার সমস্যা আছে। কমিউনিটি সেন্টার নেই, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। তছাড়া কুড়াতলীর অবস্থা খুব খারাপ। ১৮ নং ওয়ার্ডের খ ও গ এলাকার লোক নিরাপত্তা গেট চেয়েছেন। তিনি শাহাজাদপুরে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার চান। তিনি ফুটপাত পরিস্কার করার কথা বলেন এবং ০৩টি ওয়ার্ডের সুবিধাজনক জায়গায় অফিস করতে চান। সর্বশেষ তিনি জন্ম নিবন্ধন ও নাগরিক সনদপত্র প্রদানের দায়িত্ব দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

(ণ) **জনাব মোঃ ফোরকান হোসেন, ওয়ার্ড নং-২৮ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তার ওয়ার্ডের এক তৃতায়াংশ পিডব্লিউডি এর জায়গা। সেখানে সরকারি লোক বসবাস করে। তার এলাকায় বস্তি আছে। কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই। খেলার মাঠ নেই। তার পক্ষ থেকে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান কামনা করা হয়।

(ত) **জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন তিতু, ওয়ার্ড নং-১২ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তার এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার নেই। জলাবদ্ধতার সমস্যা আছে, রাস্তার ফুটপাতে হকার বসে। তিনি হকার উচ্ছেদের আহবান জানান। ক্লিনার বাড়াতে বলেন। মশার ঔষধ কাজ করে না বিধায় ভাল ঔষধ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

(থ) **জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, ওয়ার্ড নং-০২ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি বলেন যে, তার এলাকাটি বড়। তার এলাকায় ময়লা ঠিকমত পরিস্কার করা হয়না। এজন্য তিনি ক্লিনার ও গাড়ী বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন।

(দ) **জনাব তারেকুজ্জামান রাজিব, ওয়ার্ড নং-৩৩ ঃ** নিজ পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন যে, তার ওয়ার্ড বড়। ময়লা পরিস্কার করতে ট্রাক বাড়াতে হবে, মশক নিধনকল্পে ফগার মেশিন বাড়াতে হবে, সিটি কর্পোরেশনের কাজ দৃশ্যমান করতে হবে, যারা কাজ করে তাদের পোষাক দিতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, রাস্তায় ভালো মানের লাইট লাগাতে হবে। তার এলাকায় খেলার মাঠ নেই বিধায় শিশুদের বিনোদনের জন্য খেলার মাঠের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

(ধ) **জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, ওয়ার্ড নং-২২ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি মেয়র মহোদয়কে সর্বাত্মক সহযোগীতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি জানান যে, তার ওয়ার্ডে কমিউনিটি সেন্টার নেই। তিনি মাননীয় মেয়রকে তাঁর ওয়ার্ড পরিদর্শনের আহবান জানান।

(ন) **বেগম আলেয়া সারোয়ার ডেইজী, সংরক্ষিত আসন নং- ১২ ঃ** নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি বলেন যে, তার এলাকার অবৈধ পার্কিং-এর সমস্যা আছে। তিনি জেনেভা ক্যাম্পের সামনে থেকে ডাস্টবিন সরানোর অনুরোধ করেন। ইভটিজিং বন্ধে ক্যাম্পেইন করার আহবান জানান, বস্তি উন্নয়নের অনুরোধ জানান, অবৈধ ক্লিনিকের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেন। তিনি আরও জানান যে, তার এলাকায় পাবলিক টয়লেট নেই। ফ্রি ওয়াইফাই জোন এর আওতায় তার এলাকার অন্তত একটি স্কুল আনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তার এলাকায় খেলার মাঠ চান এবং যেগুলো আছে সেগুলো অবৈধ দখলে আছে মর্মে জানান। সর্বশেষ তিনি মোহাম্মদপুর টাউন হলে অফিসের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন।

(প) **জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, ওয়ার্ড নং-১৯ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তার এলাকা একটি "সেনসিটিভ" এরিয়া। তার এলাকার কমিউনিটি সেন্টার ডিএনসিসির অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি ১৯ নং ওয়ার্ডকে মডেল হিসেবে উপহার দিতে চান।

(ফ) **জনাব কাজী টিপু সুলতান, ওয়ার্ড নং-০৮ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তার এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং কিছু বস্তি আছে। তাছাড়া জলাবদ্ধতা আছে। মশার ঔষধের সরবরাহ বাড়ানোসহ পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। চিড়িয়াখানা যাওয়ার ঢালে ময়লা ফেলা হয় বিধায় তিনি বাউন্ডারি দিতে বলেন। সর্বশেষ তিনি কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার ও উন্নয়নের অনুরোধ জানান।

(ব) **জনাব তৈমুর রেজা, ওয়ার্ড নং-৩৬ ঃ** নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তার এলাকায় বিটিসিএল এর জায়গা আছে। চেষ্টা করলে ময়লা ফেলার ট্রান্সফার ষ্টেশন বসানো যেতে পারে। এ সংক্রান্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট ডিও লেটার প্রদানের জন্য তিনি মাননীয় মেয়র-কে অনুরোধ করেন।

(ভ) **জনাব ফয়জুল মুনির চৌধুরী, ওয়ার্ড নং-৩৫ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তার এলাকায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত লোকের বসবাস। তার এলাকায় কমিউনিটি সেন্টারে র‍্যাব এর অফিস। আশেপাশের ওয়ার্ডে কমিউনিটি সেন্টার নেই। তাছাড়া তার এলাকায় জলাবদ্ধতার সমস্যা আছে।

(ম) **জনাব মোস্তাক আহমেদ, ওয়ার্ড নং-২৩ ঃ** বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তার ওয়ার্ডে জলাবদ্ধতার সমস্যা আছে, রাস্তাঘাটের সমস্যা আছে। কেইস প্রকল্পের দোহাই দেখিয়ে কাজ করা হচ্ছে না। কমিউনিটি সেন্টারে র‍্যাব এর অফিস। তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডে পাবলিক টয়লেট করার আহবান জানান। নির্মিত কবরস্থান উদ্বোধন করা হয়নি বিধায় খিলগাঁও এলাকায় কবরস্থান উদ্বোধনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

(য) **জনাব মোঃ আবু তাহের খান, ওয়ার্ড নং-৩৪** ঃ বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তার এলাকার রাস্তার অবস্থা খারাপ, লাইটিংয়ের সমস্যা আছে। তাছাড়া মশার ঔষধে কাজ হয় না। সর্বশেষ তিনি ডাম্পিং ষ্টেশনের জায়গা পরিবর্তনের অনুরোধ জানান।

(য়) **জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, ওয়ার্ড নং-১৩** ঃ বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তার এলাকায় একটি রাস্তায় কাজ হয়েছে। কিন্তু কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে রাস্তাটি পুরোপুরি চালু করা যাচ্ছে না। রাস্তার মুখ ওপেন করলে আশে পাশের হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স চলাচল করতে পারবে। তিনি আরও জানান যে, ময়লা রাখার জায়গা নেই। ফলে মনিপুর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে।

(র) **জনাব মোঃ হুমায়ুন রশীদ, ওয়ার্ড নং-১৪** ঃ বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি তাঁর ওয়র্ডে কুকুরের উৎপাত বন্ধের আহবান জানান। রাস্তার উন্নয়ন, বিনোদনের জন্য পার্ক, শিশু-পার্ক, খেলার মাঠ স্থাপন এবং ব্যায়ামাগার নির্মানের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

(ল) **জনাব মোঃ রজ্জব হোসেন, ওয়ার্ড নং-৬** ঃ বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি জানান যে, তার এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার নেই। তিনি মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাড়ানোর অনুরোধ জানান এবং ডাম্পিং ষ্টেশন সরানোর অনুরোধ করেন। সর্বশেষ তিনি সড়ক খননে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

(শ) **জনাব মোঃ মতিউর রহমান, ওয়ার্ড নং-১৬** ঃ বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি তাঁর এলাকা পরিদর্শনের জন্য মেয়র মহোদয়কে আহবান জানান এবং স্বচক্ষে সমস্যা দেখার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বিনোদনের জন্য পার্ক, শিশু-পার্ক, খেলার মাঠ স্থাপন এবং ব্যায়ামাগার নির্মানের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

(ষ) **জনাব মোঃ আফছার উদ্দিন খান, ওয়ার্ড নং-১** ঃ বক্তব্যের শুরুতে নিজ পরিচয় প্রদান করে তিনি বলেন যে, মেইন রোডে বর্জ্য ডাম্প করার ফলে পরিবেশ দূষন হচ্ছে। তিনি এরুপ কাজ বন্ধের আহবান জানান।

কাউন্সিলরগণের বক্তব্যের পর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুন্দর বক্তব্য প্রদানের জন্য সংরক্ষিত আসন নং-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর আলেয়া সারোয়ার ডেইজীকে ধন্যবাদ জানান। সিটি কর্পোরেশনের কাজের সাথে অন্যান্য সংস্থা/ দপ্তরের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আইন কানুন সম্পর্কে আরো বেশি অবহিত হওয়ার আহবান জানান। ট্যাক্স বৃদ্ধির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

সভায় সকলের বক্তব্য শেষে ডিএনসিসি এর মেয়র ও এ সভার সভাপতি দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কিছু অঙ্গীকার আছে। নগরবাসীর প্রত্যাশা পুরণে সম্মিলিতভাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে অঙ্গীকার সমূহ প্রতিপালনে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যহত থাকবে। ঢাকা শহরের সুষ্ঠ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার সমূহের মধ্যে অন্যতম। এ অঙ্গীকার সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে মিনি ট্রান্সফার ষ্টেশন প্রয়োজন, তা করতে হলে জমি আবশ্যক। ডিএনসিসির নিজস্ব তেমন কোন সম্পত্তি বা জায়গা নেই। তাই এ বিষয়টি মোকাবেলার জন্য সরকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগের জায়গা দরকার। কিন্তু সরকারের অন্য বিভাগ থেকে জমি পেতে সময় লাগে, অনেক সময় ৫ বৎসরও লেগে যায়। কমিউনিটি সেন্টার, অফিস ইত্যাদি জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন কিন্তু এগুলির বিপরীতে আর্থিক সংস্থান অপ্রতুল। কিছু কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে।

তিনি বলেন ক্লিনিং একটি অন্যতম বড় সমস্যা। আমরা সবচেয়ে বেশী নিন্দিত ও সমালোচিত হবো ক্লিনিং এবং মশক নিধনে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সাধ্যানুযায়ী সুষ্ঠভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করছে। ক্লিনারদের নিয়ে

সমস্যা আছে। চাইলেই ডিএনসিসি এ কার্যক্রম যথোপযুক্তভাবে সম্পাদন করতে পারে না। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব ক্ষমতাবলে এ সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব। ডিএনসিসি'র ক্লিনারগণ সুষ্ঠুভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে না পারলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সম্পুর্ন আউটসোর্সিং করে দেয়া সংক্রান্ত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তবে তিনি আপাততঃ স্বল্প মেয়াদে বিষয়টি'কে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করতে বলেন। তিনি অনুরোধ করে বলেন আপনাদের ওয়ার্ডে কর্মরত সকল ক্লিনারদের নিয়ে বসেন, তাদের সঙ্গে ছবি তুলে প্রধান অফিসে পাঠান যাতে মিলিয়ে দেখা যায় তারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ডাটা বেইজ ভুক্ত কিনা। তারা দীর্ঘ দিন যাবৎ সার্ভিস দিয়ে আসছে; হয়তো তারা তাদের মোট কর্মসময়ের ৪০% দিচ্ছে, যদি তারা ১০০% সার্ভিস দিতে পারত তবে পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন হতো। পরিস্থিতি উন্নতি না হলে কাউন্সিলরদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য ক্লিনারদের অনেক সমস্যা আছে। পরবর্তী সভার পূর্বে ক্লিনারদের সমস্যার কথা শ্রবণ করে তাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য তিনি সম্মানিত কউন্সিলরগণ'কে অনুরোধ করেন।

তিনি উল্লেখ করেন ক্লিনারগণের সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ের, দ্বিতীয় সমস্যাটা হলো ডিএনসিসি'র নিকট বর্জ্য ফেলার জায়গা কিন্তু নেই। আপনারা বলেন এখানে ময়লা ফেলবেননা, কিন্তু কোথায় ময়লা ফেলবেন? আপনার ওয়ার্ড থেকে নিয়ে অন্যত্র ফেলতে পারবেনা। সুতরাং আমাদের আর একটি দায়িত্ব হলো সমগ্র ওয়ার্ডে ২/২.৫/৩/৫ কাঠা জায়গা আছে কিনা তা খুজে দেখা। যদি পাওয়া যায় মৌজা নম্বর সহ "কার" জায়গা তা দ্রুত জানানো। আমরা সরকারের কাছে যাবো, বলবো আমাদের অনূকূলে হস্তান্তর করতে। যদি না দেয় ২ বছরের জন্য লিজ দিতে অনুরোধ করবো। বর্জ্য ফেলার সমস্যা সমাধান করতে পারলে জনগনের সমর্থন পাবো, কারন এটা জনগনের কাজ। প্রতি ওয়ার্ডে ৩+৩=৬ কাঠা জায়গা পাওয়া গেলে ৫০% সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। অনধিক ২ বছরের মধ্যে এর একটি স্থায়ী সমাধান হবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সভাপতি বলেন আমাদের ভালো অফিস দরকার। জোনাল অফিসগুলো আগে নির্মাণ করা প্রয়োজন, অর্থের সংস্থান করা যাবে। যানজটের সমাধান ডিএনসিসি'র কাছে নেই, কিন্তু পুলিশ খুব সক্রিয়। সমস্যা থাকলে তার সমাধানও আপনাদের'কেই দিতে হবে। আপনার আমার সমস্যা দুজনের জন্যই সমান। এলাকার সমস্যার সাথে কাউন্সিলরগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং মেয়র পরোক্ষভাবে যুক্ত। তাই কাউন্সিলরগণ'কেই সমস্যার সমাধান নিয়ে মেয়রের কাছে আসতে হবে। আমরা সবাই মিলেই সমস্যার সমাধান করবো।

সভাপতি মশক নিধনের বিষয়ে আগাম সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন। তিনি আরোও বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনে ডিএনসিসি'র খুব বেশি কিছু করার নেই। তবে ডিএনসিসি'র পক্ষ থেকে সমন্বয় ও তদারকির প্রয়োজন আছে, কারণ জনসাধারণ এতদ্‌সংক্রান্তে ডিএনসিসিকেই দোষারোপ করে থাকেন। রাস্তা খননের বিলে কাউন্সিলরদের স্বাক্ষর দিতে হবে। খননকৃত সড়ক পূর্বের মত না হওয়া পর্যন্ত বিল দেয়া যাবে না।

পাবলিক টয়লেট স্থাপন সংক্রান্তে বিদেশী সংস্থার সাথে কাজ চলমান আছে উল্লেখ করে সভাপতি বলেন প্রায় ৩৪টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/স্থাপন ডিএনসিসি'র অগ্রাধিকারে আছে। ইতোমধ্যেই ওয়াই-ফাই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা এঁর সাথে আলোচনা হয়েছে, শীঘ্রই ওয়াই-ফাই স্থাপন কাজ সম্পন্ন হবে। ট্যাক্স ডিফারেন্স অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে কাউন্সিলরদের তাঁর নিকট রিপোর্ট করার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।

তিনি বলেন বস্তি উন্নয়নের বিষয়ে কাজ করা হবে। এতদ্‌সংক্রান্তে তিনি জানান যে, বস্তি উন্নয়নে সম্পৃক্ত বিদেশী সংস্থার সাথে সম্পর্কিত থাকায় তাঁর স্ত্রী বস্তি উন্নয়ন কাজে অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি ডিএনসিসি'র সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে ইতিবাচক কাজ করতে পারবেন মর্মে সভাপতি মত প্রকাশ করেন। তিনি কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন, ইভটিজিং বন্ধ করে দিবো। আপনারা সামাল দিতে পারলে ভাল, না পারলে কে কবে কোন মেয়েকে টিজ করেছে সেই ছেলের ছবিতুলে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঠিকানাসহ তাঁর কাছে পাঠাতে অনুরোধ করেন। নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি বলেন সমগ্র ঢাকা শহর'কে সিসিটিভির আওতায়

জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন। রাস্তা প্রতি বিলবোর্ডের তালিকা প্রদানের জন্য সভাপতি প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা'কে অনুরোধ করেন। খাম-খেয়ালী ভাবে জনসাধারন'কে জিম্মি না করে ট্যাক্স বৃদ্ধির বিষয়টি তরান্বিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। ঢাকা'কে সবুজ নগরীতে পরিণত করার বিষয়টি তাঁর "নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি" উল্লেখ করে সভাপতি বলেন, ঢাকার উত্তাপ কমাতে হলে সবুজায়নের বিকল্প নেই। পরিকল্পনামাফিক কাজ করলে তা করা সম্ভব। সবাই মিলে কাজ করে ঢাকা'কে বদলাতে হবে।

প্রধান সড়ক হতে বর্জ্য সংগ্রহ করা সহ এলাকার অভ্যন্তরীন রাস্তা সমূহের বর্জ্য সংগ্রহ ও মিনি ডাম্পিং ষ্টেশন স্থাপনের জায়গা নির্বাচন, কমিউনিটি সেন্টার, খেলার মাঠ, শরীরচর্চা কেন্দ্র স্থাপনের জায়গা নির্বাচনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, পরিমাপসহ ওয়ার্ড ভিত্তিক রাস্তা ওয়ারী বৈধ/অবৈধ বিলবোর্ডের তালিকা প্রদান এবং সড়ক খনন সহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক গুনগতমান যাচাই করে বিলে স্বাক্ষর করা ও সকল টেন্ডার কার্যক্রম e-GP এর আওতায় আনার জন্য সভাপতি সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ'কে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

অবশেষে সকলের সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করে মোনাজাতের পর সভায় উপস্থিত সকল'কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(আনিসুল হক)
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং- ৪৬.২০৭.০০৬.০৩.০০.২৪৮.২০১৫ – ৬৫৪, তারিখঃ 17/6/2015

আনিসুল হক
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১) সকল সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং................/ সংরক্ষিত আসন নং.........।
২) সকল বিভাগীয় প্রধান...।
৩) সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল................।
৪) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা- ১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন।
৭) অফিস অনুলিপি।

(মোঃ আবু ছাইদ শেখ)
সচিব
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।